أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/ট)

www.motaher21.net

يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ

কিন্তু তোমাদের অন্তরের সঙ্কল্পের

জন্য দায়ী করবেন না।

Allah will not call you to account for thoughtlessness in your oaths,

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২২৫

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

তোমরা অনিচ্ছায় যেসব অর্থহীন শপথ করে ফেলো সেগুলোর জন্য আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করবেন না, কিন্তু আন্তরিকতার সাথে তোমরা যেসব শপথ গ্রহণ করো সেগুলোর জন্য অবশ্যি পাকড়াও করবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু।

২২৫ নং আয়াতের তাফসীর:

অভ্যাসগত শপথের জন্য কোন কাফ্ফারা নেই

বলা হচ্ছেঃ ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ﴾ অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেসব শপথ তোমাদের মুখ দিয়ে অভ্যাসগতভাবে বেরিয়ে যায়, মহান আল্লাহ্ সেই জন্য তোমাদের দোষী করেন না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

..مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ :وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ :لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

‘যে ব্যক্তি ‘লাত’ ও ‘উয্যা’ র নামে শপথ করে সে যেন ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পড়ে নেয়। (সহীহুল বুখারী-৮/৪৭৮/৪৮৬০, ফাতহুল বারী -১১/৫৪৫, সহীহ মুসলিম-৩/১২৬৭/৫) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর এই ইরশাদ ঐ লোকদের ওপর হয়েছিলো যারা সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিলো এবং অজ্ঞতা যুগের শপথসমূহ তাদের মনের কোণে বিদ্যমানই ছিলো। তাই তাদেরকে বলা হয়েছিলো যে, যদি অভ্যাসগতভাবে কখনো তাদের মুখ দিয়ে এরূপ শিরকের কালিমা বেরিয়েও যায় তাহলে তারা তৎক্ষণাৎ কালিমা তাওহীদ পাঠ করলে এর বিনিময় হয়ে যাবে।

এর পরে বলা হচ্ছেঃ ﴿وَ لٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ﴾ ‘যদি ঐসব শপথ মনের সংকল্প অনুসারে করা হয় তাহলে মহান আল্লাহ্ অবশ্যই পাকড়াও করবেন। মহান আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, সহনশীল।’ যেমন মহান আল্লাহ্ সূরাহ মায়িদায় বলেছেনঃ

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ﴾

‘তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য মহান আল্লাহ্ তোমাদের পাকড়াও করবেন না, কিন্তু বুঝে সুঝে যে সব শপথ তোমরা করো তার জন্য তোমাদের পাকড়াও করবেন।’ (৫ নং সূরাহ আল মায়িদা, আয়াত-৮৯)

‘আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে একটি মারফূ ‘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা অন্যান্য বর্ণনায় মাওকূফ রূপে এসেছে, তা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

.هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ :كَلَّا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ

‘অর্থহীন শপথ ঐগুলো যেগুলো মানুষ তাদের ঘর-বাড়ী ও সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে করে থাকে। যেমন হ্যাঁ, মহান আল্লাহ্র শপথ বা না, মহান আল্লাহ্র শপথ!’ (সহীহুল বুখারী-১১/৫৫৬/৬৬৬৩, সুনান আবু দাঊদ-৩/২২৩/৩২৫৪)

মোট কথা, অভ্যাস হিসেবেই মুখ দিয়ে এ কথাগুলো বের হয়, এতে মনের সংকল্প মোটেই থাকে না।

ইবনু আবী হাতিম বলেছেন যে, ‘লাগু’ বা অর্থহীন শপথ হলো সেগুলো, যেগুলো রাগের মাথায় বলা হয়। তিনি আরো বলেন, ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ অর্থহীন শপথ হলো তা যে ব্যাপারে মহান আল্লাহ্‌র তরফ থেকে সম্মতি রয়েছে। এ ধরনের শপথ বাস্তবায়ন না করার কারণে কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে না। সা ‘ঈদ ইবনু যুবাইর (রহঃ) -ও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম-২/৭১৫) ‘আয়িশাহ্‌ (রাঃ) থেকেও এটা বর্ণিত আছে যে, এগুলো ঐ শপথ যেগুলো হাসতে হাসতে মানুষের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। এগুলোর জন্য কাফ্‌ফারা নেই। হ্যাঁ তবে যে শপথ মনের সংকল্পের সাথে হয় তার উল্টো করলে কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে। তিনি ছাড়া আরো অন্যান্য সাহাবী (রাঃ) এবং তাবি ‘ঈগণও এই আয়াতের এই তাফসীরই বর্ণনা করেছেন। এটাও বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি কোন কার্যের ব্যাপারে নিজের সঠিকতার ওপর ভরসা করে শপথ করে বসে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যদি তা তদ্রুপ না হয় তবে সেই শপথ বাজে হবে। এই অর্থটিও অন্যান্য বহু মনীষী হতে বর্ণিত আছে।

একটি হাসান ও মুরসাল হাদীসে রয়েছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে গমন করেন যারা তীর নিক্ষেপ করছিলো এবং তার সাথে একজন সাহাবী (রাঃ) ও ছিলেন। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি কখনো বলছিলোঃ আল্লাহ্‌র শপথ! তার তীর ঠিক লক্ষ স্থলেই লাগবে। আবার কখনো বলছিলোঃ মহান আল্লাহ্‌র শপথ! তার এই তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। তখন মহানবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর সাথীটি তাঁকে বলেনঃ লোকটি কসম ভঙ্গকারী হয়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন বললেনঃ

كَلَّا أَيْمَانُ الرُّمَاةِ لَغْوٌ لَا كَفَّارَةَ فِيهَا وَلَا عُقُوبَةَ.

এগুলো বাজে শপথ, সুতরাং তার ওপরে কাফ্‌ফারা নেই এবং এর জন্য তার কোন শাস্তিও হবে না। (হাদীসটি য ‘ঈফ। তাফসীর তাবারী-৪/৪৪৪/৪৪৫৮, ফাতহুল বারী -১১/৫৫৬) কোন কোন মনীষী বলেছেন যে, এগুলো হচ্ছে ঐ শপথ যে শপথ করার পরে মানুষের তা খেয়াল থাকে না। কিংবা কোন লোক নিজের জন্য কোন একটি কাজ না করার ওপর কোন বদ দু ‘আ বিশিষ্ট কথা মুখ দিয়ে বের করে থাকে, সেগুলোও বাজে অথবা ক্রোধের অবস্থায় হঠাৎ মানুষের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, (সনদটি য ‘ঈফ তবে বিভিন্ন সনদে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তার ভিত্তিতে হাদীস সহীহ। তাফসীর তাবারী-৪/৪৩৮/৪৪৩৩, সুনান বায়হাক্বী-১০/৪৯) বা হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম করে নেয়। এই অবস্থায় তার উচিত যে, সে যেন এগুলোর ওপর কোন গুরুত্ব না দিয়ে মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী বজায় রাখে। এগুলোর জন্য কোন কাফ্‌ফারা নেই। (সনদটি য ‘ঈফ। তাফসীর ইবনু আবী হাতিম)

সা ‘ঈদ ইবনু মুসাইয়াব (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আনসারী দুই ভাইয়ের মধ্যে মীরাসের কিছু মাল ছিলো। একজন অপরজনকে বলেনঃ ‘আমাদের মধ্যে এই মাল বন্টন করা হোক।’ তখন অপর জন বলেনঃ ‘যদি তুমি এই মাল বন্টন করতে বলো তাহলে আমার অংশের সমস্ত মাল কা ‘বার জন্য দান করবো।’ ‘উমার (রাঃ) এই ঘটনাটি শুনে বলেনঃ ‘কা ‘বা কোন সম্পদের মুখাপেক্ষী নয়। তুমি তোমার শপথ ভেঙ্গে দাও এবং কাফ্‌ফারা আদায় করো এবং তোমার ভাইয়ের সাথে মীমাংসা করে নাও। আমি

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর মুখে শুনেছিঃ ‘তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে, মহান আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায়, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করায় এবং যে জিনিসের ওপর অধিকার নেই তাতে না আছে শপথ কিংবা না আছে ‘নযর’ । (হাদীসটি সহীহ। সুনান আবু দাঊদ-৩/২২৭, ২২৮/৩২৭২,সুনান বায়হাক্বী-১০/৬৬)

অতঃপর মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ ﴿وَ لٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ﴾ ‘তোমরা মনের সংকল্পের সাথে যে শপথ করবে তার জন্য তোমাদেরকে ধরা হবে।’ অর্থাৎ মিথ্যা জানা সত্ত্বেও যদি তুমি শপথ করো তাহলে এ জন্য মহান আল্লাহ্‌ তোমাকে পাকড়াও করবেন। যেমন বলা হয়েছেঃ

﴿ وَ لٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ﴾

কিন্তু তিনি তোমাদেরকে ঐ শপথসমূহের জন্য পাকড়া করবেন যেগুলোকে তোমরা ভবিষ্যত বিষয়ের প্রতি দৃঢ় করো। (৫ নং সূরাহ মায়িদাহ, আয়াত নং ৮৯) وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ‘মহান আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, সহনশীল।’ অর্থাৎ তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে ক্ষমাকারী এবং তাদের ওপর অত্যন্ত সহনশীল।

অর্থাৎ কথার কথা হিসেবে অনিচ্ছাকৃতভাবে যেসব শপথ বাক্য তোমাদের মুখ থেকে বের হয়ে যায়, সেগুলোর জন্য কোন কাফ্‌ফারা দিতে এবং আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে না।

ইয়ামীনেলাগও’ বা ‘অনর্থক-কসম’ -এর এক অর্থ হচ্ছে,কোন বিষয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখ থেকে শপথ শব্দ বেরিয়ে পড়া। [বুখারী: ৪৬১৩]

কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে বলা বিষয়টিকে নিজের ধারণা মত সঠিক বলে মনে করেই শপথ করা। উদাহরণতঃ - নিজের জ্ঞান ও ধারণা অনুযায়ী কসম করে বসল যে, ‘যায়েদ এসেছে’ । কিন্তু বাস্তবে সে আসেনি। [কুরতুবী:৪/১৭]

এ ধরনের শপথে কোন পাপ হবে না। আর সেজন্যই একে অহেতুক বলা হয়েছে। আখেরাতে এজন্য কোন জবাবদিহি করতে হবে না এবং এ ধরণের কসমের কোন কাফ্‌ফারাও নেই। যেসব কসমের জন্য জবাবদিহির কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে সে সব কসম যা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা জেনেই করা হয়। একে বলা হয় ‘গামুস’ । এতে পাপ হয়। এ আয়াতে দু'রকমের কসম সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও আরও এক প্রকারের কসম আছে, যাকে বলা হয় ‘মুন'আকেদাহ’ । এর তাৎপর্য হলো যে, কেউ যদি ‘আমি অমুক কাজটি করব’ কিংবা 'অমুক বিষয়টি সম্পাদন করব’ বলে কসম খেয়ে তার বিপরীত কাজ করে,

তাহলে এক্ষেত্রে তাকে কাফ্ফারা দিতেই হবে। [কুরতুবী ৪/১৯] সূরা আল-মায়িদাহ এর ৮৯ নং আয়াতে এর বিস্তারিত বর্ণনা ও বিধান বর্ণিত হয়েছে।

اليمين বা শপথ তিন প্রকার:

১. যা কথায় কথায় বলা হয় মূলত অন্তরে শপথের নিয়্যত নেই, এমন শপথকে লাগবু বা অনর্থক শপথ বলা হয়। যেমন আরবরা এরূপ কথায় কথায় বলে থাকে

‘ ‘لَا وَاللهِ, بَلٰي وَاللهِ‘

‘ ‘ ইত্যাদি। এরূপ শপথের জন্য আল্লাহ তা ‘আলা পাকড়াও করবেন না।

২. ভবিষ্যতের কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে শপথ করা। এমন শপথ ভঙ্গ করলে কাফফারা দিতে হবে, আর শপথের বিপরীত বিষয়ে কল্যাণ থাকলে ভঙ্গ করাই উত্তম। যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাজ এরূপই ছিল। এরূপ শপথকে মুনআকেদ বা স্বেচ্ছায় কোন শপথ করা বলা হয়।

৩. অতীতের কোন বিষয়ে মিথ্যা শপথ করা। যেমন বলা আমি এ কাজ করিনি অথচ সে করেছে। এরূপ শপথকে গামুছ বা মিথ্যা শপথ বলা হয়। এ শপথের তাওবাহ ব্যতীত কোন কাফফারা নেই।

শপথের কাফফারা হলো: নিজের পরিবারকে যে মানের খাদ্য খাওয়ানো হয় এমন খাদ্য দশজন মিসকিনকে খাওয়াবে, অথবা তাদেরকে পোশাক দেবে, অথবা একজন দাস আযাদ করবে। এগুলোর কোন একটি সক্ষম না হলে তিনদিন রোযা রাখবে।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. শপথ করে কল্যাণকর কাজ থেকে বিরত থাকা অপছন্দনীয়।

২. আল্লাহ তা ‘আলা শোনেন ও জানেন এ দু’ টি গুণ প্রমাণিত হল।

৩. কেউ কোন বিষয়ে শপথ করার পর যদি তার বিপরীতটা কল্যাণকর মনে হয় তাহলে শপথ ভঙ্গ করে কাফফারা দিয়ে কল্যাণকর বস্তু গ্রহণ করবে।